দৈনিক ইনকিলাব

২৭/৮/২০০৪

তারিখ ....

পৃষ্ঠা ১২ কলাম ...৬.....

শিক্ষা বিভাগের দায়িত্ব ও কিছু কথা

দেশের জাতীয় আদর্শের ভিত্তিতে শিক্ষা কার্যক্রমকে সঠিকভাবে তত্ত্বাবধান ও বাস্তবায়নসহ নতুন নতুন ভাবধারার সাথে সঙ্গতি রেখে শিক্ষার সুষম সম্প্রসারণই শিক্ষা বিভাগের অন্যতম দায়িত্ব। শিক্ষামূলক নীতিনির্ধারণসহ প্রশাসনিক কার্যক্রম সঠিকভাবে চালিয়ে যাবে এটাই শিক্ষা বিভাগের স্বাভাবিক দায়িত্ব বলে বিবেচিত। শিক্ষা বিভাগের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত অন্যতম উপাদান হল শিক্ষার্থী। শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব সম্পর্কে বলা হয়, 'ছাত্রানং অধ্যায়নং তপঃ'। যুগের পটপরিবর্তনের সাথে সঙ্গতি বিধান করে সবকিছুই সম্প্রসারিত হচ্ছে। তাই ছাত্রদের ক্ষেত্রে কেন হবে ব্যতিক্রম? তাই তো নতুন ভাবানুযায়ী ছাত্রদের দায়িত্বের সাথে সংযোগ হয়েছে আন্দোলন প্রাথমিক পর্যায়ে অর্ধবর্ষী শেষে বই প্রদান, মাধ্যমিক পর্যায়ে এসএসসি/এইচএসসি পরীক্ষার পূর্বে শিক্ষার্থী যখন জানতে পারে তাদের রেজিঃ নং শিক্ষা বোর্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়নি, তদ্রূপ অনুল্লেখ্য বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে তাদের দিয়ে আন্দোলন চর্চা পরিপূর্ণ করানো হয়, তেমনি ধাপে ধাপে উচ্চ-উচ্চতর পর্যায়ে এই আন্দোলনের প্রকৃতি ও পরিসর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা নাই বা করলাম, কিন্তু যা বাদ দিয়ে পারলাম না তা হল--শিক্ষার্থীদের যখন গিনিপিগ হিসেবে ব্যবহার করা হয়, আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন তথা দক্ষ শিক্ষা কলাকুশলীর চরম অভাব বিবেচনায় দক্ষ শিক্ষক, শিক্ষা প্রশাসক, শিক্ষা তত্ত্বাবধায়ক, শিক্ষা বিশেষজ্ঞ, শিক্ষা তাত্ত্বিক, শিক্ষা মনোবিজ্ঞানী, শিক্ষা গবেষক, শিক্ষা পরিকল্পনাবিদ, শিক্ষক প্রশিক্ষক সর্বোপরি শিক্ষাবিদ তৈরীর লক্ষ্যে একদল প্রথিতযশা শিক্ষাবিদের মতামত সাপেক্ষে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশিঅ)-এর উদ্যোগ এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুমোদনসাপেক্ষে ১৯৯৫-৯৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে শিক্ষায় সম্মান (বিএড অনার্স) কোর্স চালু করা হয়। বর্তমানে এই কোর্সটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা এই কোর্স সমাপন শেষে 'মাউশিঅ' কর্তৃক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেই আবেদন করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ায় তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে হতাশাগ্রস্ত শিক্ষার্থীরা দীর্ঘ দু'বছর যাবৎ মাউশিঅ এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত যোগাযোগ করে জানা গেল কোর্সটির নীতিমালা এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কিত ফাইল দেখতে হবে এবং শিক্ষাক্রম বিবেচনাপূর্বক 'পিএসসি' এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে এই বিষয়টি নিয়োগবিধিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কিন্তু ডিজি অফিসের ফাইল সহজেই কি নড়ে? উৎকোচ ব্যতীত ফাইল কি খুঁজে পাওয়া সম্ভব? সমস্যা যেহেতু শিক্ষার্থীদের ছুটোছুটি করতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদেরকেই, তবে আমার প্রশ্ন শিক্ষা বিভাগের দায়িত্বটা কি? ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা হয়ে যাঁরা বসে আছেন আপনাদের কেন প্রদান করা হয়েছে চেয়ার? হাতির শরীরের মশা সহজেই কি নড়ে? গাধার চাই ভারী বোঝা। তাই কাগজপত্রের মাধ্যমে অনুনয় বিনয়ের সাথে আবেদন এবং ঢাকঢোল বাজিয়ে আবেদনের মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য রয়েছে। যেহেতু এতগুলো শিক্ষার্থীর আজ জীবন বিপন্ন তাই এর একটা সুরাহার জন্য 'আন্দোলনের' বিকল্প নেই তা সহজেই অনুমেয়। তাহলে বিজ্ঞ (!) কর্তৃপক্ষও কি সেই অপেক্ষায় আছেন? নাকি ঢাকঢোল বাজানোটাও আপনাদের কৃতিত্ব বা শিক্ষার্থীদের পাঠ্যক্রমেরই অংশ বিশেষ?

❑ এম আজিম মাহমুদ

শিক্ষা ও গবেষণা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়